

## তৃতীয় অধ্যায়

### শিব এবং সতীর বার্তালাপ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ প্রিয়মাণয়োঃ ।

জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; সদা—নিরন্তর; বিদ্বিষতোঃ—বিদ্বেষভাব; এবম্—এইভাবে; কালঃ—কাল; বৈ—নিশ্চিতভাবে; প্রিয়-মাণয়োঃ—সহ্য করেছিলেন; জামাতুঃ—জামাতার ; শ্বশুরস্য—শ্বশুরের; অপি—ও; সু-মহান্—অত্যন্ত মহান; অতিচক্রমে—অতিবাহিত হয়েছিল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে শ্বশুর এবং জামাতা, অর্থাৎ দক্ষ এবং শিবের বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিব এবং দক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণ সম্বন্ধে বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর একটি প্রশ্ন ছিল, দক্ষ এবং তাঁর জামাতার মধ্যে এই কলহের ফলে সতী কেন দেহত্যাগ করেছিলেন। সতীর দেহত্যাগের প্রধান কারণ ছিল যে, তাঁর পিতা দক্ষ আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। সাধারণত, যদিও প্রতিটি যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, তবুও সমস্ত দেবতারাও, বিশেষ করে ব্রহ্মা, শিব, এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি অন্যান্য মুখ্য দেবতারা নিমন্ত্রিত হন, এবং তাঁরা যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেন। বলা হয় যে, সমস্ত দেবতারা যদি উপস্থিত না থাকেন, তা হলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। কিন্তু শ্বশুর এবং

জামাতার মধ্যে এই বিদ্বেষের ফলে, দক্ষ আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। ব্রহ্মা দক্ষকে মুখ্য প্রজাপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, তাই তাঁর পদটি ছিল অতি উচ্চ, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত দান্তিক হয়ে গিয়েছিলেন।

### শ্লোক ২

যদাভিষিক্তো দক্ষস্ত ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।

প্রজাপতীনাং সর্বেষামাধিপত্যে স্ময়োহভবৎ ॥ ২ ॥

যদা—যখন; অভিষিক্তঃ—নিযুক্ত; দক্ষঃ—দক্ষ; তু—কিন্তু; ব্রহ্মণা—ব্রহ্মার দ্বারা; পরমেষ্ঠিনা—পরম গুরু; প্রজাপতীনাম্—প্রজাপতিদের; সর্বেষাম্—সমস্ত; আধিপত্যে—প্রধানরূপে; স্ময়ঃ—গর্বিত; অভবৎ—হয়েছিলেন।

### অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতির পদে অভিষিক্ত করেন, তখন দক্ষ অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়েছিলেন।

### তাৎপর্য

দক্ষ যদিও ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং শিবের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, তবুও তাঁকে প্রজাপতিদের অধিপতির পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেটি ছিল তাঁর অত্যধিক গর্বের কারণ। কেউ যখন তার জড়-জাগতিক সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়, তখন সে যে-কোন ভয়ঙ্কর কার্য করতে পারে, এবং তাই দক্ষ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আচরণ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

### শ্লোক ৩

ইষ্টা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ ।

বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

ইষ্টা—অনুষ্ঠান করে; সঃ—তিনি (দক্ষ); বাজপেয়েন—বাজপেয় যজ্ঞের দ্বারা; ব্রহ্মিষ্ঠান—শিব এবং তাঁর অনুগামীদের; অভিভূয়—অবজ্ঞা করে; চ—এবং; বৃহস্পতি-সবম্—বৃহস্পতিসব; নাম—নামক; সমারেভে—গুরু করেছিলেন; ক্রতু-উত্তমম্—সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।



### অনুবাদ

দক্ষ বাজপেয় নামক এক যজ্ঞ শুরু করেছিলেন, এবং ব্রহ্মার সমর্থন সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। তার পর তিনি বৃহস্পতিসব নামক আর একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

### তাৎপর্য

বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বৃহস্পতিসব যজ্ঞ করার পূর্বে বাজপেয় নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়, দক্ষ শিবের মতো একজন মহান ভক্তকে উপেক্ষা করেছিলেন। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, দেবতারা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের এবং যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারি, কিন্তু দক্ষ তাঁদের উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধান করা, কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সমস্ত ভক্তরাও রয়েছেন। ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশ্বস্ত সেবক; তাই তাঁদের ছাড়া বিষ্ণু কখনও সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু দক্ষ তাঁর ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে, ব্রহ্মা এবং শিবকে এই যজ্ঞ থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধান করা হলে, আর তাঁর অনুগামীদের সন্তুষ্টি-বিধান করার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেটি পছন্দ নয়। বিষ্ণু চান যে, তাঁর অনুগামীরা সর্ব প্রথমে সন্তুষ্ট হোন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মদ-ভক্ত-পূজাভ্যধিকা—“আমার ভক্তের পূজা আমার পূজার থেকেও শ্রেষ্ঠ।” তেমনই, শিব পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনা, কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের পূজা। তাই দক্ষ যে-সমস্ত যজ্ঞে শিবকে উপেক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তা যথাযথ ছিল না।

### শ্লোক ৪

তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ।

আসন্ কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তৎপত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ ॥ ৪ ॥

তস্মিন্—সেই (যজ্ঞে); ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ—ব্রহ্মর্ষিগণ; সর্বে—সকলে; দেবর্ষি—দেবর্ষিগণ; পিতৃ—পিতৃগণ; দেবতাঃ—দেবতাগণ; আসন্—ছিলেন; কৃত-স্বস্তি-অয়নাঃ—অলঙ্কারের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত; তৎ-পত্ন্যঃ—তাঁদের পত্নীগণ; চ—এবং; সভর্তৃকাঃ—তাঁদের পতিগণ সহ।



### অনুবাদ

যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তখন বহু ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ এবং দেবতাগণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত তাঁদের পত্নীগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন।

### তাৎপর্য

বিবাহ, যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি যে-কোন শুভ অনুষ্ঠানে বিবাহিতা রমণীরা যখন অলঙ্কার, সুন্দর বস্ত্র এবং অঙ্গরাগের দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেন, তখন তা শুভ বলে মনে করা হয়। এইগুলি হচ্ছে শুভ লক্ষণ। বৃহস্পতিসব নামক সেই মহান যজ্ঞে বহু স্বর্গ-রমণীরা তাঁদের দেবর্ষি, দেবতা এবং রাজর্ষি পতিগণ সহ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের পতিদের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন, কারণ কোন রমণী যখন সুন্দরভাবে সজ্জিতা হন, তখন তাঁর পতি অত্যন্ত আনন্দিত হন। দেবপত্নী এবং ঋষিপত্নীদের সজ্জা, তাঁদের অলঙ্কার ও বেশভূষা, এবং দেবতা ও ঋষিদের প্রসন্নতা, এই সমস্ত ছিল সেই উৎসবের শুভ চিহ্ন।

### শ্লোক ৫-৭

তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজল্লতাম্ ।  
 সতী দাক্ষায়ণী দেবী পিতৃযজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ৫ ॥  
 ব্রজন্তীঃ সর্বতো দিগ্ভ্য উপদেববরস্ত্রিয়ঃ ।  
 বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ ॥ ৬ ॥  
 দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাশে লোলাক্ষীর্মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ।  
 পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যাভাষত ॥ ৭ ॥

তৎ—তখন; উপশ্রুত্য—শুনে; নভসি—আকাশে; খেচরাণাম্—গগন-মার্গে বিচরণকারী (গন্ধর্বগণ); প্রজল্লতাম্—সংলাপ; সতী—সতী; দাক্ষায়ণী—দক্ষকন্যা; দেবী—শিবের পত্নী; পিতৃ-যজ্ঞ-মহা-উৎসবম্—তাঁর পিতার দ্বারা অনুষ্ঠিত মহান যজ্ঞ উৎসব; ব্রজন্তীঃ—যাচ্ছিলেন; সর্বতঃ—সমস্ত; দিগ্ভ্যঃ—দিক থেকে; উপদেব-বর-স্ত্রিয়ঃ—দেবতাদের সুন্দরী পত্নীগণ; বিমান-যানাঃ—তাঁদের বিমানে



চড়ে; স-প্রের্ষাঃ—তাদের পতিগণ সহ; নিষ্ক-কণ্ঠীঃ—রত্নখচিত সম্পুটযুক্ত কণ্ঠহার-  
শোভিত; সু-বাসসঃ—সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত; দৃষ্টা—দর্শন করে; স্ব-নিলয়-অভ্যাশে—  
তঁার গৃহের নিকটে; লোল-অক্ষীঃ—উজ্জ্বল-নয়না; মৃষ্ট-কুণ্ডলাঃ—সুন্দর কর্ণ-কুণ্ডল;  
পতিম্—পতি; ভূত-পতিম্—ভূতনাথ; দেবম্—দেবতা; ঔৎসুক্যাৎ—গভীর ঔৎসুক্য  
সহকারে; অভ্যভাষত—তিনি বলেছিলেন।

### অনুবাদ

পরম সাধ্বী দক্ষকন্যা সতী গগন-মার্গে বিচরণকারী স্বর্গলোকবাসীদের পরস্পর  
আলোচনায় শুনতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা এক মহান যজ্ঞ করছেন। যখন  
তিনি দেখলেন যে, সমস্ত দিক থেকে স্বর্গবাসীদের উজ্জ্বল মৃগনয়না পত্নীগণ অতি  
সুন্দর বসনে এবং কণ্ঠহার ও কর্ণকুণ্ডলে বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতিদের সঙ্গে  
সেই যজ্ঞে যোগদান করার জন্য চলেছেন, তখন তিনি তাঁর পতি ভূতনাথের কাছে  
গিয়ে পরম ঔৎসুক্য সহকারে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

### তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, শিবের আলায় এই লোকে নয়, অন্তরীক্ষে অন্য কোথাও।  
তা না হলে, সতী কিভাবে বিভিন্ন দিক থেকে এই লোকের দিকে বিমানগুলিকে  
উড়ে আসতে দেখেছিলেন এবং বিমানের যাত্রীদের দক্ষের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের  
কথা আলোচনা করতে শুনেছিলেন? সতীকে এখানে দাক্ষায়ণী বলে বর্ণনা করা  
হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন দক্ষের কন্যা। উপদেব-বর শব্দে গন্ধর্ব, কিন্নর এবং  
ঊরগদের মতো নিকৃষ্ট স্তরের দেবতাদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ঠিক দেবতা  
নন—দেবতা এবং মনুষ্যদের মাঝামাঝি স্তরের প্রাণী। তাঁরাও বিমানে চড়ে  
আসছিলেন। স্ব-নিলয়াভ্যাশে শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা তাঁদের আবাসস্থলের  
খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে স্বর্গবাসীদের পত্নীদের বেশভূষা এবং তাঁদের  
শারীরিক গঠনের খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের নেত্র ছিল চঞ্চল, তাঁদের  
কুণ্ডল এবং অন্যান্য অলঙ্কার উজ্জ্বলভাবে তাঁদের অঙ্গে শোভা পাচ্ছিল, তাঁদের  
পরনে ছিল অতি সুন্দর বস্ত্র, এবং তাঁদের সকলেরই কণ্ঠহারের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল  
বিশেষ প্রকারের সম্পুট। প্রতিটি রমণী তাঁদের পতির সঙ্গে ছিলেন। এইভাবে  
তাঁদের এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, দাক্ষায়ণী সতীর ইচ্ছা হয়েছিল তাঁদেরই মতো  
সজ্জিত হয়ে তাঁর পতি সহ সেই যজ্ঞে যাওয়ার। এটি স্ত্রীলোকদের একটি  
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।



শ্লোক ৮

সত্যবাচ

প্রজাপতেন্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং

নির্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল ।

বয়ং চ তত্রাভিসরাম বাম তে

যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি ॥ ৮ ॥

সতী উবাচ—সতী বললেন; প্রজাপতেঃ—দক্ষের; তে—আপনার; শ্বশুরস্য—শ্বশুরের; সাম্প্রতম্—ইদানীং; নির্যাপিতঃ—শুরু হয়েছে; যজ্ঞ-মহা-উৎসবঃ—মহাযজ্ঞ; কিল—নিশ্চিতভাবে; বয়ম্—আমরা; চ—এবং; তত্র—সেখানে; অভিসরাম—যেতে পারি; বাম—হে প্রিয় পতি শিব; তে—আপনার; যদি—যদি; অর্থিতা—ইচ্ছা; অমী—এই সমস্ত; বিবুধাঃ—দেবতাগণ; ব্রজন্তি—যাচ্ছে; হি—কারণ।

অনুবাদ

সতী বললেন—হে প্রিয় পতি শিব! আপনার শ্বশুর এখন এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছেন, এবং সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে সমস্ত দেবতারা সেখানে যাচ্ছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন, আমরাও সেখানে যাই।

তাৎপর্য

সতী তাঁর পিতা এবং পতির মধ্যে যে মনোমালিন্য চলছিল তা জানতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পতি শিবকে বলেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর পিতার গৃহে এই রকম একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং সমস্ত দেবতারা সেখানে যাচ্ছিলেন, তাই তিনিও সেখানে যেতে চান। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা সরাসরিভাবে প্রকাশ করতে পারেননি, এবং তাই তিনি তাঁর পতিকে বলেছিলেন যে, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, তা হলে তিনিও তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর পতির কাছে তাঁর মনোবাঞ্ছা অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৯

তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈ-

ধ্রুবং গমিষ্যন্তি সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ ।

অহং চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে

সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্ ॥ ৯ ॥



তস্মিন্—সেই যজ্ঞে; ভগিন্যাঃ—ভগ্নীগণ; মম—আমার; ভর্তৃভিঃ—তাদের পতিগণ সহ; স্বকৈঃ—তাদের; ধ্রুবম্—নিশ্চিতভাবে; গমিষ্যন্তি—যাবে; সুহৃৎ-দিদৃক্ষবঃ—আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায়; অহম্—আমি; চ—এবং; তস্মিন্—সেই সভায়; ভবতা—আপনার সঙ্গে (শিবের সঙ্গে); অভিকাময়ে—অভিলাষ করি; সহ—সঙ্গে; উপনীতম্—প্রদত্ত; পরিবহম্—অলঙ্কার; অর্হিতুম্—গ্রহণ করতে।

### অনুবাদ

মনে হয় আমার ভগিনীরাও তাঁদের পতিদের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার বাসনায় সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। আমার পিতৃ-প্রদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, আমিও সেই সভায় যোগদান করার জন্য যেতে চাই।

### তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিকভাবে অলঙ্কার এবং সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে, তাঁদের পতিদের সঙ্গে সামাজিক উৎসবে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগদান করতে চান, এবং এইভাবে জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে চান। এই প্রবণতাটি অস্বাভাবিক নয়, কারণ জড় সুখভোগের মূল হচ্ছে নারী। তাই সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রী শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘যে জড় সুখভোগের ক্ষেত্র বিস্তার করে’। জড় জগতে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক আকর্ষণ রয়েছে। সেটি বদ্ধ জীবনের ব্যবস্থা। স্ত্রী পুরুষকে আকর্ষণ করে, এবং তার ফলে গৃহ, বিত্ত, সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র বর্ধিত হতে থাকে, এবং তাই জড়-জাগতিক আবশ্যকতাগুলি ক্রমাগত পরিবর্তে, মানুষ জড় সুখভোগে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু, শ্রীশিব ভিন্ন প্রকৃতির; তাই তাঁর নাম শিব। যদিও তাঁর পত্নী সতী ছিলেন একজন মহান প্রজাপতির কন্যা এবং ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁর হস্তে সতীকে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তবুও তিনি জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি একেবারেই আসক্ত ছিলেন না। কিন্তু শিব অনাসক্ত হলেও, একজন স্ত্রী এবং রাজকন্যারূপে, সতী সুখভোগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য ভগিনীদের মতো তিনিও তাঁর পিতৃগৃহে যেতে চেয়েছিলেন, এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামাজিক জীবনের সুখ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। এখানে, তিনি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর পিতৃদত্ত অলঙ্কারে তিনি সজ্জিত হতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেননি যে, তিনি তাঁর পতিদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হবেন, কারণ তাঁর পতি এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলেন। তিনি জানতেন না কিভাবে তাঁর



পত্নীকে সাজাতে হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়, কারণ তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় আনন্দমগ্ন ছিলেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে, বিবাহের সময় কন্যাকে যথেষ্ট যৌতুক দেওয়া হয়, এবং তাই সতীও তাঁর পিতার কাছ থেকে বহুবিধ অলঙ্কার আদি যৌতুক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাধারণত পতিও অলঙ্কার প্রদান করেন, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর পতির কোন রকম জড়-জাগতিক সম্পদ না থাকার ফলে, তিনি তাঁকে কিছুই দিতে পারেননি; তাই তিনি তাঁর পিতৃ-প্রদত্ত অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে সাজাতে চেয়েছিলেন। এটি সতীর সৌভাগ্য যে, শিব গাঁজা কেনার জন্য তাঁর পত্নীর কাছ থেকে গহনা নিয়ে বিক্রি করেননি, কারণ যারা শিবের অনুকরণ করে গাঁজা খায়, তারা তাদের গৃহস্থালির সর্বনাশ করে; তারা তাদের পত্নীদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদির নেশায় এবং ঐ ধরনের কার্যকলাপে তা নষ্ট করে দেয়।

### শ্লোক ১০

তত্র স্বসূর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা

মাতৃষসূঃ ক্লিন্নধিয়ং চ মাতরম্ ।

দ্রক্ষ্যে চিরোৎকর্ষমনা মহর্ষিভি-

রুন্নীয়মানং চ মৃড়াধ্বরধ্বজম্ ॥ ১০ ॥

তত্র—সেখানে; স্বসূঃ—স্বীয় ভগ্নীগণ; মে—আমার; ননু—নিশ্চিতভাবে; ভর্তৃ-সম্মিতাঃ—তাঁদের পতিগণ সহ; মাতৃ-ষসূঃ—মাতৃষসাগণ; ক্লিন্ন-ধিয়ম্—স্নেহপরায়ণ; চ—এবং; মাতরম্—মাতা; দ্রক্ষ্যে—দর্শন করব; চির-উৎকর্ষ-মনাঃ—দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত উৎকর্ষিত হয়ে; মহা-ঋষিভিঃ—মহর্ষিদের দ্বারা; উন্নীয়মানম্—উন্নীত; চ—এবং; মৃড়—হে শিব; অধ্বর—যজ্ঞ; ধ্বজম্—পতাকা।

### অনুবাদ

আমার ভগিনীগণ, মাতৃষসাগণ, তাঁদের পতিগণ, এবং অন্যান্য স্নেহপরায়ণ আত্মীয়-স্বজনগণ সেখানে নিশ্চয়ই সমবেত হয়েছেন, তাই আমি যদি সেখানে যাই, তা হলে আমি তাঁদের দেখতে পাব। সেখানে আমি উজ্জীয়মান যজ্ঞধ্বজা এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞও দর্শন করতে পারব। হে প্রিয় পতি, সেই সমস্ত কারণে আমি সেখানে যেতে অত্যন্ত উৎকর্ষিত।



### তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্বশুর এবং জামাতার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মনোমালিন্য চলছিল। তাই, সতী দীর্ঘকাল তাঁর পিতৃগৃহে যাননি। তার ফলে তিনি তাঁর পিতার গৃহে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁদের পতি সহ তাঁর ভগিনীগণ এবং তাঁর মাতৃস্বসাগণ যখন সেখানে উপস্থিত থাকবেন। স্ত্রীজনোচিত স্বভাববশত তাঁর ভগিনীদের মতো সজ্জিত হয়ে, তাঁর পতি সহ তিনি সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই সেখানে একলা যেতে চাননি।

### শ্লোক ১১

ত্বয়োতদাশ্চর্যমজাত্বমায়য়া

বিনির্মিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্ ।

তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে

দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্ ॥ ১১ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে; এতৎ—এই; আশ্চর্যম্—বিস্ময়জনক; অজ—হে শিব; আত্ম-  
মায়য়া—পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; বিনির্মিতম্—সৃষ্ট; ভাতি—  
প্রতীত হয়; গুণ-ত্রয়-আত্মকম্—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার  
ফলে; তথা অপি—তবুও; অহম্—আমি; যোষিৎ—স্ত্রী; অতত্ত্ব-বিৎ—তত্ত্বজ্ঞানহীনা;  
চ—এবং; তে—আপনার; দীনা—দরিদ্র; দিদৃক্ষে—দর্শন করতে ইচ্ছা করি; ভব—  
হে শিব; মে—আমার; ভব-ক্ষিতিম্—জন্মভূমি।

### অনুবাদ

এই দৃশ্য জগৎ ত্রিগুণের পারস্পরিক ক্রিয়া বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির  
এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। সেই তত্ত্ব আপনি সম্পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু আপনি  
জানেন যে, আমি একজন তত্ত্বজ্ঞানহীনা অবলা স্ত্রী। তাই আমি আর একবার  
আমার জন্মভূমি দর্শন করতে চাই।

### তাৎপর্য

দাক্ষায়ণী সতী ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর পতি শিব প্রকৃতির তিন গুণের  
মিথক্রিয়ার ফলে প্রকাশিত চাকচিক্যময় জড় জগতের প্রতি বিশেষ আগ্রহী নন।  
তাই তিনি তাঁর পতিকে অজ্ঞ বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে যিনি জন্ম-



মৃত্যুর বন্ধনের অতীত, অথবা যিনি তাঁর শাস্বত স্থিতি উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, “এই দৃশ্য জগৎকে সত্য বলে মনে করার মোহ আপনার মধ্যে নেই, কারণ আপনি আত্ম-তত্ত্ববেত্তা। আপনার কাছে সামাজিক জীবনের আকর্ষণ এবং কেউ পিতা, কেউ মাতা, আর কেউ ভগিনী, এই যে সমস্ত মায়িক সম্পর্কের বিবেচনা, তা দূরীভূত হয়েছে; কিন্তু যেহেতু আমি একজন অবলা রমণী, তাই আমি পারমার্থিক উপলব্ধিতে ততটা উন্নত নই। আমার কাছে এইগুলি স্বাভাবিকভাবেই সত্য বলে প্রতীত হয়।” অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল চিৎ-জগতের এই বিকৃত প্রতিফলনকে সত্য বলে মনে করে। যারা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত, তারাই কেবল এই জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে, কিন্তু যারা পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত, তাঁরা জানেন যে, এটি মায়িক। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব সত্য অন্য কোথাও রয়েছে—চিৎ-জগতে। সতী বলেছেন, “আমার বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান নেই। আমি দীন, কারণ বাস্তব তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। আমি আমার জন্মভূমির প্রতি আসক্ত, এবং আমি তা দর্শন করতে চাই।” শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা তাদের জন্মভূমি, দেহ, এবং এই প্রকার বস্তুর প্রতি আসক্ত, তাদের বুদ্ধি গাধা অথবা গরুর মতো। সেই কথা সতী হয়তো তাঁর পতি শিবের কাছ থেকে বহুবার শুনেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন যোষিৎ বা রমণী, তাই তিনি সেই সমস্ত জড় বস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি বজায় রেখেছিলেন। যোষিৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘ভোগ্য’। তাই স্ত্রীদের যোষিৎ বলা হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যোষিৎসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়, কারণ কেউ যদি যোষিতের হস্তে ক্রীড়নক হয়, তা হলে তার পারমার্থিক উন্নতি সর্বতোভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, “যারা যোষিতের হাতে ক্রীড়নকের মতো (যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগেশু), তারা পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারে না।”

### শ্লোক ১২

পশ্য প্রয়াস্তীরভবান্যযোষিতো

হৃদ্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরুথশঃ ।

যাসাং ব্রজক্টিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং

নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ ॥ ১২ ॥

পশ্য—দেখুন; প্রয়াস্তীঃ—যাচ্ছে; অভব—হে অভ্য; অন্য-যোষিতঃ—অন্য রমণীরা;  
অপি—নিশ্চিতভাবে; অলঙ্কৃতাঃ—বিভূষিতা; কান্ত-সখাঃ—তাঁদের পতি এবং বন্ধু-



বান্ধবদের সঙ্গে; বরুথশঃ—বহু সংখ্যক; যাসাম্—যাঁদের; ব্রজন্তিঃ—উড়ন্ত; শিতি-  
কণ্ঠ—হে নীলকণ্ঠ; মণ্ডিতম্—সুশোভিত; নভঃ—আকাশে; বিমানৈঃ—বিমানে; কল-  
হংস—হংস; পাণ্ডুভিঃ—শ্বেত।

### অনুবাদ

হে অভব, হে নীলকণ্ঠ! কেবল আমার আত্মীয়-স্বজনেরাই নয়, অন্য রমণীরাও  
সুন্দর অলঙ্কার এবং বেশভূষায় বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতি এবং বন্ধুদের সঙ্গে  
সেখানে যাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের শ্বেত বিমানসমূহ কিভাবে সমস্ত আকাশকে  
সুশোভিত করেছে।

### তাৎপর্য

শিব যদিও সাধারণত ভব নামে পরিচিত, 'যাঁর জন্ম হয়েছে', তবু এখানে তাঁকে  
অভব বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'যাঁর কখনও জন্ম হয় না'।  
প্রকৃতপক্ষে, রুদ্র বা শিবের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার ভ্রূগুলের মধ্যে থেকে, আর  
ব্রহ্মাকে স্বয়ম্ভু বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি কোন মানুষ বা জড় জগতের  
কোন প্রাণীর থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, পক্ষান্তরে শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত  
কমলের মধ্যে সরাসরিভাবে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এখানে শিবকে অভব বলে  
যে সম্বোধন করা হয়েছে, তার অর্থ এইভাবে করা যায়, 'যিনি কখনও জড়-জাগতিক  
ক্লেশ অনুভব করেননি'। সতী তাঁর পতিকে এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে,  
যাঁরা তাঁর পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না, তাঁরা পর্যন্ত সেখানে যাচ্ছিলেন,  
সুতরাং তাঁর সম্পর্কে কি আর বলার আছে, যিনি অন্তরঙ্গভাবে তাঁর (দক্ষের) সঙ্গে  
সম্পর্কিত। এখানে শিবকে নীলকণ্ঠ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের  
ফলে উত্থিত বিষ শিব পান করেছিলেন এবং তা তাঁর উদরে যেতে না দিয়ে, তিনি  
তাঁর কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়েছিল। সেই  
থেকে তিনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত। শিব অন্যদের কল্যাণের জন্য বিষের সমুদ্র  
পান করেছিলেন। দেবতা এবং দানবেরা যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন প্রথমে  
বিষ উত্থিত হয়েছিল, যেহেতু সেই বিষের সমুদ্র অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের অনিষ্ট করতে  
পারে, তাই শিব সেই বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে,  
তিনি যদি অন্যদের মঙ্গলের জন্য এত পরিমাণ বিষ পান করতে পারেন, তা হলে  
এখন যখন তাঁর পত্নী তাঁকে তাঁর পিতার গৃহে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন,  
তা হলে অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি যেন তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে  
তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করেন।



## শ্লোক ১৩

কথং সুতায়্যাঃ পিতৃগেহকৌতুকং  
 নিশম্য দেহঃ সুরবর্ষ নেপ্তে ।  
 অনাহতা অপ্যভিযন্তি সৌহৃদং  
 ভর্তৃগুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্ ॥ ১৩ ॥

কথম্—কিভাবে; সুতায়্যাঃ—কন্যার; পিতৃ-গেহ-কৌতুকম্—পিতৃগৃহের উৎসব;  
 নিশম্য—শ্রবণ করে; দেহঃ—শরীর; সুর-বর্ষ—হে সুরশ্রেষ্ঠ; ন—না; ইপ্তে—  
 বিচলিত; অনাহতাঃ—বিনা আহ্বানে; অপি—যদিও; অভিযন্তি—যায়; সৌহৃদম্—  
 সুহৃদ; ভর্তৃঃ—পতির; গুরোঃ—গুরুদেবের; দেহ-কৃতঃ—পিতার; চ—এবং;  
 কেতনম্—গৃহ।

## অনুবাদ

হে দেবশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনে কন্যার দেহ কিভাবে  
 অবিচলিত থাকতে পারে? আপনি যদি মনে করেন যে, আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ  
 করা হয়নি, কিন্তু বন্ধু, স্বামী, গুরু অথবা পিতার গৃহে তো বিনা নিমন্ত্রণেও  
 যাওয়া যায়।

## শ্লোক ১৪

তন্মে প্রসীদেদমমর্ত্য বাঞ্ছিতং  
 কর্তুং ভবান্কারুণিকো বতাহতি ।  
 ত্বয়া ত্বনোঃর্ষেহমদভ্রচক্ষুষা  
 নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—অতএব; মে—আমার প্রতি; প্রসীদ—প্রসন্ন হোন; ইদম্—এই; অমর্ত্য—হে  
 অমর; বাঞ্ছিতম্—বাসনা; কর্তুম্—করার জন্য; ভবান্—আপনি; কারুণিকঃ—দয়ালু;  
 বত—হে প্রভু; অহতি—সক্ষম; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; ত্বান্নঃ—আপনার স্বীয়  
 শরীরের; অর্ষে—অর্ধভাগে; অহম্—আমি; অদভ্র-চক্ষুষা—সমস্ত জ্ঞান-সমন্বিত;  
 নিরূপিতা—স্থিত; মা—আমাকে; অনুগৃহাণ—কৃপা প্রদর্শন করুন; যাচিতঃ—প্রার্থিত।



### অনুবাদ

হে অমর শিব! কৃপাপূর্বক আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনি আমাকে আপনার অর্ধাঙ্গিনীরূপে স্বীকার করেছেন; অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক আপনি আমার অনুরোধ স্বীকার করুন।

শ্লোক ১৫

ঋষিরুবাচ

এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ

প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ ।

সংস্মারিতো মর্মভিদঃ কুবাক্ষিষূন্

যানাহ কো বিশ্বসৃজাং সমক্ষতঃ ॥ ১৫ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; এবম্—এইভাবে; গিরিত্রঃ—শিব; প্রিয়য়া—তঁার প্রিয় পত্নীর দ্বারা; অভিভাষিতঃ—প্রার্থিত হয়ে; প্রত্যভ্যধত্ত—উত্তর দিয়েছিলেন; প্রহসন্—হেসে; সুহৃৎ-প্রিয়ঃ—আত্মীয়-স্বজনদের প্রিয়; সংস্মারিতঃ—স্মরণ করে; মর্ম-ভিদঃ—হৃদয়-বিদারক; কুবাক্ষিষূন্—কুবাক্যরূপ বাণ; যান্—যা (বাক্য); আহ—বলেছিলেন; কঃ—যিনি (দক্ষ); বিশ্ব-সৃজাম্—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাদের; সমক্ষতঃ—উপস্থিতিতে।

### অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—কৈলাস পর্বতের ত্রাণকারী শিবের যদিও তখন বিশ্বস্রষ্টাদের সম্মুখে তঁার প্রতি দক্ষের মর্মভেদী কটুক্তির কথা স্মরণ হয়েছিল, তবু তিনি তঁার প্রিয়তমা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করে, হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

### তাৎপর্য

তঁার পত্নীর মুখে দক্ষের কথা শুনে, শিবের তৎক্ষণাৎ বিশ্বস্রষ্টাদের সম্মুখে তঁার প্রতি যে-সব কুবাক্য প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই কথা তঁার স্মরণ হয়েছিল, এবং তার ফলে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তঁার পত্নীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য তিনি হেসেছিলেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, মুক্ত পুরুষ সর্বদাই এই জড় জগতের সুখ এবং দুঃখে অবিচলিত থাকেন। তাই এখানে প্রশ্ন হতে পারে, শিবের মতো একজন মুক্ত পুরুষ তা হলে কেন দক্ষের কথায় মর্মাহত



হয়েছিলেন। তার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীশিব হচ্ছেন আত্মারাম, বা পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু যেহেতু তিনি তমোগুণের দায়িত্বভার-সমন্বিত ভগবানের গুণাবতার, তাই তিনি কখনও কখনও জড় জগতের সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন। জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের সুখ ও দুঃখের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, চিৎ-জগতে তার প্রভাব গুণগতভাবে চিন্ময়। তাই, চিৎ-জগতেও দুঃখ অনুভব হতে পারে, কিন্তু তথাকথিত সেই দুঃখ পূর্ণ আনন্দময়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশবে এক সময় মা যশোদার দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন ক্রন্দন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যদিও অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন, তবুও তা জড় জগতের তমোগুণের প্রভাবে হয়নি। কারণ সেই ঘটনাটি ছিল দিব্য আনন্দে পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলায় কখনও কখনও প্রতীত হয় যে, তিনি যেন গোপিকাদের ব্যথা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার আচরণ ছিল দিব্য আনন্দে পূর্ণ। সেটি হচ্ছে জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের পার্থক্য। চিৎ-জগতে, যেখানে সব কিছুই বিশুদ্ধ, এই জড় জগতে তা বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু চিৎ-জগতে সব কিছুই পরম, তাই সেখানে সুখ অথবা দুঃখে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন অনুভূতি হয় না, কিন্তু জড় জগতে, যেহেতু সব কিছুই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত, তাই সেখানে সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি রয়েছে। তাই শিব আত্মারাম হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির তমোগুণের অধ্যক্ষ হওয়ার ফলে, তিনি বিষাদ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে

অনাহতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু ।

তে যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো

বলীয়সানাত্ম্যমদেন মন্যুনা ॥ ১৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—মহাদেব উত্তর দিলেন; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; উদিতম্—উক্ত; শোভনম্—সত্য; এব—নিশ্চিতভাবে; শোভনে—হে সুন্দরী; অনাহতাঃ—অনিমন্ত্রিত; অপি—যদিও; অভিযন্তি—যাও; বন্ধুষু—বন্ধুদের মধ্যে; তে—তারা (বন্ধুরা); যদি—যদি; অনুৎপাদিত-দোষ-দৃষ্টয়ঃ—অদোষদর্শী; বলীয়সা—অধিক গুরুত্বপূর্ণ; অনাত্ম্য-মদেন—দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত দম্ভের ফলে; মন্যুনা—ক্রোধের দ্বারা।



## অনুবাদ

মহাদেব উত্তর দিয়েছিলেন—হে সুন্দরী! তুমি বলেছ যে, অনাহৃত হয়েও বন্ধুর গৃহে যাওয়া যায়। সেই কথা সত্যি, যদি সেই বন্ধু দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত অহঙ্কারের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে দোষ দর্শন না করে।

## তাৎপর্য

শিব পূর্বেই দর্শন করেছিলেন যে, সতী তাঁর পিতার গৃহে যাওয়া মাত্রই, তাঁর পিতা দক্ষ দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত দণ্ডের ফলে, সতী নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি নির্দয়ভাবে ক্রুদ্ধ হবেন। শিব সতীকে সাবধান করেছিলেন যে, তাঁর পিতা ধনমদে মত্ত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, এবং তাঁর পক্ষে তা অসহনীয় হবে। তাই সেখানে তাঁর না যাওয়াই শ্রেয়। শিব তা ইতিপূর্বেই অনুভব করেছিলেন কারণ তিনি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও, দক্ষ তাঁকে নানা প্রকার কৰ্কশ বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন।

## শ্লোক ১৭

বিদ্যাতপোবিত্তবপুঃকুলৈঃ

সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমৈতরৈঃ ।

স্মৃতৌ হতয়াং ভূতমানদুর্দশঃ

স্তৃক্কা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যা—বিদ্যা; তপঃ—তপস্যা; বিত্ত—ধন; বপুঃ—দেহের সৌন্দর্য আদি; বয়ঃ—যৌবন; কুলৈঃ—আভিজাত্য; সতাম্—পুণ্যবান ব্যক্তির; গুণৈঃ—এই প্রকার গুণের দ্বারা; ষড়্ভিঃ—ছয়; অসত্তম-ইতরৈঃ—যারা মহাত্মা নয়, তাদের বিপরীত ফল লাভ হয়; স্মৃতৌ—বিবেক; হতয়াং—নষ্ট হওয়ায়; ভূত-মান-দুর্দশঃ—গর্বাক্ত; স্তৃক্কাঃ—গর্বিত হয়ে; ন—না; পশ্যন্তি—দেখে; হি—কারণ; ধাম—মহিমা; ভূয়সাম্—মহাত্মাদের।

## অনুবাদ

বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, সৌন্দর্য, যৌবন এবং আভিজাত্য—এই ছয়টি মহাত্মাদের গুণ, কিন্তু যারা সেইগুলি লাভ করার ফলে গর্বাক্ত হয়, এবং তার ফলে তাদের সম্ভবুদ্ধি বা বিবেক হারিয়ে ফেলে, তখন তারা মহৎ ব্যক্তিদের মহিমা দর্শন করতে পারে না।



### তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, দক্ষ যেহেতু অত্যন্ত বিদ্বান, ধনবান, এবং তপস্বী ছিলেন, এবং অতি উচ্চ কুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তা হলে তিনি কিভাবে অনর্থক অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, বিদ্যা, আভিজাত্য, সৌন্দর্য এবং বিত্ত লাভ করার ফলে কেউ যখন গর্বোদ্ধত হয়, তখন তা অত্যন্ত খারাপ ফল প্রসব করে। দুধ অমৃতবৎ, কিন্তু সেই দুধ যখন বিষধর সর্পের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তখন তা গরলে পরিণত হয়। তেমনই বিদ্যা, ধন, সৌন্দর্য, আভিজাত্য ইত্যাদি গুণগুলি নিঃসন্দেহে খুবই ভাল, কিন্তু সেইগুলি যখন কোন বিদ্বৈষ-পরায়ণ ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করে, তখন তা বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে। সেই সম্পর্কে চাণক্য পণ্ডিত আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—সর্পের মাথায় মণি থাকলেও তা ভয়ঙ্কর, কারণ সে হচ্ছে একটি সর্প। সর্প স্বভাবতই অন্য প্রাণীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তারা নির্দোষ হলেও সর্প তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সর্পের স্বভাবই হচ্ছে নিরীহ প্রাণীদের দংশন করা। তেমনই দক্ষ যদিও বহু জড়-জাগতিক গুণে গুণাবিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে এবং ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে, তাঁর সমস্ত গুণগুলি কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। তাই কখনও কখনও পারমার্থিক চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতিকামী ব্যক্তিদের পক্ষে এই সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করার সময় কুন্তীদেবী তাঁকে অকিঞ্চন-গোচর বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ জড়-জাগতিক বিষয়ে যারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাদের পক্ষে তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া সহজ। কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করার জন্য জড়-জাগতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া লাভজনক, যদিও কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক অবগত হয়ে, তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ, যেমন—বিদ্যা, সৌন্দর্য, আভিজাত্য ইত্যাদি ভগবানের সেবায় সদ্যবহার করতে পারেন, তখন এই সমস্ত সম্পদ মহিমান্বিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় না হলে, এই সমস্ত জড়-জাগতিক সম্পদ শূন্যে পরিণত হয়, কিন্তু যখন সেই শূন্য পরম একের (পরমেশ্বর ভগবানের) সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তার মান দশগুণ বৃদ্ধি পায়। পরম একের পাশে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, শূন্য সর্বদা শূন্যই থাকে, তা শত-সহস্র যত শূন্যই যোগ দেওয়া হোক না কেন, তার মূল্য শূন্যই থাকে। জড়-জাগতিক সম্পদ যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত না হয়, তা হলে তা সেই সম্পদের অধিকারিকে অধঃপতিত করে সর্বনাশ সাধন করতে পারে।



## শ্লোক ১৮

নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যাপেক্ষয়া

গৃহান্ প্রতীয়াদনবস্থিতাত্মনাম্ ।

যেহভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ষতে

আরোপিতভূভিরমর্ষণাক্ষিভিঃ ॥ ১৮ ॥

ন—না; এতাদৃশানাম্—এই প্রকার; স্ব-জন—কুটুম্ব; ব্যাপেক্ষয়া—তার উপর নির্ভর করে; গৃহান্—গৃহে; প্রতীয়াৎ—যাওয়া উচিত; অনবস্থিত—বিচলিত; আত্মনাম্—মন; যে—যারা; অভ্যাগতান্—অতিথিগণ; বক্র-ধিয়া—অনাদর করে; অভিচক্ষতে—দেখে; আরোপিত-ভূভিঃ—ভ্রুকুটি সহকারে; অমর্ষণ—ক্রুদ্ধ; অক্ষিভিঃ—চক্ষুর দ্বারা।

## অনুবাদ

যারা অসংযত-চিত্ত হওয়ার ফলে, অতিথিদের ভ্রুকুটি-করাল ক্রোধনেত্রে দর্শন করে, তাদের আত্মীয় বা বন্ধু বলে মনে করেও, তাদের গৃহে যাওয়া উচিত নয়।

## তাৎপর্য

মানুষ যতই নীচ হোক না কেন, সে কখনও তার সন্তান, পত্নী অথবা নিকট আত্মীয়দের প্রতি নির্দয় হয় না। এমন কি একটি বাঘও তার শাবকদের প্রতি দয়ালু হয়, কারণ পশুরাও তাদের শাবকদের খুব ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। সতী যেহেতু ছিলেন দক্ষের কন্যা, তাই দক্ষ যতই নিষ্ঠুর এবং কলুষিত হোক না কেন, স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয়েছিল যে, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু এখানে অনবস্থিত শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রকার ব্যক্তিদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। বাঘেরা তাদের শাবকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, কিন্তু তারা কখনও কখনও আবার তাদের খেয়েও ফেলে। বিদ্বৈষ-পরায়ণ ব্যক্তিদের কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তাদের মনোভাব স্থির নয়। তাই শিব সতীকে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পিতৃগৃহে না যেতে, কারণ এই প্রকার ব্যক্তিকে পিতা বা আত্মীয় বলে মনে করে, নিমন্ত্রিত না হয়ে তাঁদের গৃহে যাওয়া উপযুক্ত নয়।



## শ্লোক ১৯

তথারিভিন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ

শেতেহর্দিতাগ্নৌ হৃদয়েন দূয়তা ।

স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভিঃ-

দিবানিশং তপ্যতি মর্মতাড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

তথা—অতএব; অরিভিঃ—শত্রু; ন—না; ব্যথতে—আহত; শিলীমুখৈঃ—বাণের দ্বারা; শেতে—শয়ন করে; অর্দিত—ব্যথিত; অগ্নঃ—অংশ; হৃদয়েন—হৃদয়ের দ্বারা; দূয়তা—ব্যথাতুর; স্বানাম্—আত্মীয়দের; যথা—যেমন; বক্র-ধিয়াম্—কুটিল বুদ্ধি; দুরুক্তিভিঃ—কর্কশ বাক্যের দ্বারা; দিবানিশম্—দিবারাত্র; তপ্যতি—সন্তপ্ত; মর্ম-তাড়িতঃ—মর্মান্বিত।

## অনুবাদ

শিব বললেন—আত্মীয়দের কটুক্তি দ্বারা মর্মান্বিত হলে যে রকম ব্যথা অনুভূত হয়, শত্রুর বাণের দ্বারা আহত হলেও সেই প্রকার ব্যথা হয় না, কেননা সেই ব্যথা দিনরাত হৃদয়কে বিদীর্ণ করে।

## তাৎপর্য

সতী হয়তো মনে করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতৃগৃহে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন, এবং যদি তাঁর পিতা কিছু কটু কথা বলেনও, তা হলে তিনি তা সহ্য করবেন, ঠিক যেমন পুত্র কখনও কখনও তার পিতা-মাতার তিরস্কার সহ্য করে। কিন্তু শিব তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি সেই সমস্ত কটুক্তি সহ্য করতে পারবেন না, কারণ যদিও কেউ শত্রুর আঘাত সহ্য করতে পারে, এবং তাতে সে তেমন কিছু মনে করে না কারণ শত্রুর দেওয়া আঘাত স্বাভাবিক, কিন্তু আত্মীয়দের কটুবাক্য-জনিত যে আঘাত, তার বেদনা সর্বক্ষণ দিনরাত অনুভূত হয়, এবং কখনও কখনও সেই আঘাত এতই অসহ্য হয় যে, তার ফলে মানুষ আত্মহত্যাও করে।

## শ্লোক ২০

ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ

প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু মে মতা ।

তথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে

মদাশ্রয়াৎকঃ পরিতপ্যতে যতঃ ॥ ২০ ॥



ব্যক্তম্—স্পষ্ট; ত্বম্—তুমি; উৎকৃষ্ট-গতেঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণসম্পন্ন; প্রজাপতেঃ—  
প্রজাপতি দক্ষের; প্রিয়া—আদরের; আত্মজানাম্—কন্যাদের; অসি—হও; সুভ্রু—  
হে সুন্দর ভ্রূ-সমধিতা; মে—আমার; মতা—বিবেচনা করে; তথা অপি—তা সত্ত্বেও;  
মানম্—সম্মান; ন—না; পিতুঃ—তোমার পিতার কাছ থেকে; প্রপৎস্যসে—প্রাপ্ত  
হবে; মৎ-আশ্রয়াৎ—আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে; কঃ—দক্ষ; পরিতপ্যতে—বেদনা  
অনুভব করছেন; যতঃ—যার থেকে।

### অনুবাদ

হে সুন্দরী! আমি জানি যে, দক্ষের সমস্ত কন্যাদের মধ্যে তুমি হচ্ছে সব চাইতে  
আদরের কন্যা, কিন্তু আমার পত্নী বলে তুমি তাঁর গৃহে সম্মান লাভ করবে না।  
পক্ষান্তরে, আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে তুমি দুঃখিত বোধ করবে।

### তাৎপর্য

শিব এই যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন যে, সতী যদিও তাঁর পতি বিনা একাকী যেতে  
চেয়েছিলেন, তবুও তাঁর প্রতি ভালভাবে আচরণ করা হবে না, কারণ তিনি ছিলেন  
শিবের পত্নী। তিনি যদিও একলা সেখানে যেতে চেয়েছিলেন, তবুও দুর্ঘটনার  
সমস্ত সম্ভাবনা ছিল। তাই শিব তাঁকে পরোক্ষভাবে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর  
পিতৃগৃহে না যাওয়ার জন্য।

### শ্লোক ২১

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ

সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্ ।

অকল্প এষামধিরোঢ়ুমঞ্জসা

পরং পদং দ্বেষ্টি যথাসুরা হরিম্ ॥ ২১ ॥

পাপচ্যমানেন—দক্ষ; হৃদা—হৃদয়ে; আতুর-ইন্দ্রিয়ঃ—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত; সমৃদ্ধিভিঃ—  
পুণ্যকীর্তি ইত্যাদির দ্বারা; পুরুষ-বুদ্ধি-সাক্ষিণাম্—যাঁরা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের  
চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁদের; অকল্পঃ—অসমর্থ হয়ে; এষাম্—সেই ব্যক্তিদের;  
অধিরোঢ়ুম্—উন্নীত হওয়ার জন্য; অঞ্জসা—শীঘ্র; পরম্—কেবল; পদম্—স্তরে;  
দ্বেষ্টি—ঈর্ষা; যথা—যতখানি; অসুরাঃ—অসুরগণ; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবান।



### অনুবাদ

যারা অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে, সর্বদা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্তপ্ত হয়, তারা কখনও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে তারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, ঠিক যেমন অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানকে ঈর্ষা করে।

### তাৎপর্য

শিব এবং দক্ষের শত্রুতার প্রকৃত কারণ এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দক্ষ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, কারণ শিব ভগবানের গুণাবতার হওয়ার ফলে এবং সরাসরিভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁকে অধিকতর সম্মান এবং উচ্চতর আসন প্রদান করা হয়েছিল। এ ছাড়া আরও অন্য অনেক কারণও ছিল। দক্ষ অত্যন্ত দান্তিক হওয়ার ফলে শিবের উচ্চ পদ সহ্য করতে পারেননি, তাই তাঁর উপস্থিতিতে শিবের উঠে না দাঁড়ানোর ফলে তাঁর যে ক্রোধ, তা ছিল তাঁর ঈর্ষার অন্তিম প্রকাশ। শিব সর্বদাই ধ্যানমগ্ন থাকেন এবং নিরন্তর পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যে-কথা এখানে পুরুষ-বুদ্ধি-সাক্ষিণাম্ শব্দগুলির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। যাঁর বুদ্ধি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকে, তিনি অত্যন্ত মহান এবং কেউই তাঁর অনুকরণ করতে পারে না, বিশেষ করে সাধারণ মানুষেরা। দক্ষ যখন যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন, তখন শিব ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং তাই হয়তো দক্ষকে প্রবেশ করতে দেখতে পাননি, কিন্তু দক্ষ সেই সুযোগে শিবের নিন্দা করেছিলেন, কারণ তিনি দীর্ঘকাল ধরে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে আসছিলেন। যাঁরা প্রকৃতিই আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তাঁরা প্রতিটি শরীরকে পরমেশ্বর ভগবানের মন্দিররূপে দর্শন করেন, কারণ পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি শরীরে বিরাজ করেন।

কেউ যখন কোন শরীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন সেই সম্মান জড় দেহটিকে করা হয় না, পক্ষান্তরে সেই দেহে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে করা হয়। তাই যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন, তিনি সর্বক্ষণই তাঁকে প্রণতি নিবেদন করছেন। কিন্তু দক্ষ যেহেতু খুব একটা উন্নত চেতনাসম্পন্ন ছিলেন না, তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, জড় দেহটিকে প্রণতি নিবেদন করা হয়, এবং যেহেতু শিব তাঁর জড় দেহটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি, তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়েছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির শিবের মতো আত্ম-তত্ত্ববেত্তা পুরুষদের স্তরে উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে, সর্বদা তাঁদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। অসুর অথবা নাস্তিকেরা



সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ; তারা কেবল তাঁকে হত্যা করতে চায়। এই যুগেও আমরা দেখতে পাই যে, কিছু তথাকথিত বিদ্বান, যারা কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারাও ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছেন, মন্যনা ভব মদ্বক্তাঃ (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৫)—“সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও এবং আমার শরণাগত হও”—এই বাণীর কদর্থ করে সেই সমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেটিই হচ্ছে ঈর্ষা। অসুরেরা অথবা নাস্তিকেরা অকারণে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। তেমনই, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, মূর্থ লোকেরা, যারা আত্ম-উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে কখনও পৌঁছাতে পারে না, তারা অকারণে তাঁদের প্রতি সর্বদা ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

### শ্লোক ২২

প্রত্যুদগমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং

বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে ।

প্রাঞ্জৈঃ পরৈশ্চ পুরুষায় চেতসা

গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে ॥ ২২ ॥

প্রত্যুদগম—আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে; প্রশ্রয়ণ—স্বাগত জানানো; অভিবাদনম্—অভিবাদন; বিধীয়তে—করণীয়; সাধু—উপযুক্ত; মিথঃ—পরস্পর; সু-মধ্যমে—হে সুন্দরী; প্রাঞ্জৈঃ—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা; পরৈশ্চ—পরমেশ্বর ভগবানকে; পুরুষায়—পরমাত্মাকে; চেতসা—বুদ্ধির দ্বারা; গুহা-শয়ায়—দেহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট; এব—নিশ্চিতভাবে; ন—না; দেহ-মানিনে—দেহাভিমानी ব্যক্তিকে।

### অনুবাদ

হে সুন্দরী! আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি প্রত্যাখ্যান, নমস্কার ও অভিবাদনাদি করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে, সেই সম্মান দেহাভিমानी ব্যক্তিদের না করে, দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে করে থাকেন।

### তাৎপর্য

কেউ এখানে যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, দক্ষ যেহেতু ছিলেন শিবের স্বশুর, তাই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা শিবের কর্তব্য ছিল। তার উত্তরে এখানে বিশ্লেষণ



করা হয়েছে যে, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন প্রত্যুত্থান করে অথবা প্রণতি নিবেদন করে কাউকে অভিবাদন করেন, তখন সেই সম্মান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে করা হয়। তাই বৈষ্ণব সমাজে দেখা যায় যে, যখন শিষ্য গুরুকে প্রণতি নিবেদন করে, তখন গুরুও তাকে প্রত্যভিবাদন করেন, কারণ সেই প্রণতি শরীরকে করা হয় না, পরমাত্মাকে করা হয়। তাই গুরুদেবও শিষ্যের দেহস্থ পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তের দেহাভিমান নেই, তাই বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মানে হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈষ্ণবকে দর্শন করা মাত্রই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত, এটি হচ্ছে শিষ্টাচার, এবং তা ইঙ্গিত করে যে, তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মা বিরাজ করছেন। বৈষ্ণব দেহকে বিষ্ণুর মন্দিররূপে দর্শন করেন। শিব যেহেতু কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তাই দেহাভিমানযুক্ত দক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইতিমধ্যেই করা হয়েছিল। তাঁর দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সেই রকম কোন নির্দেশ বেদে দেওয়া হয়নি।

### শ্লোক ২৩

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশক্তিতং

যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো

হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥ ২৩ ॥

সত্ত্বম্—চেতনা; বিশুদ্ধম্—শুদ্ধ; বসুদেব—বসুদেব; শক্তিতম্—বলা হয়; যৎ—যেহেতু; ঈয়তে—প্রকাশিত হয়; তত্র—সেখানে; পুমান্—পরমেশ্বর ভগবান; অপাবৃতঃ—অনাবৃত; সত্ত্বে—চেতনায়; চ—এবং; তস্মিন্—তাতে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবঃ—বাসুদেব; হি—কারণ; অধোক্ষজঃ—চিন্ময়; মে—আমার দ্বারা; নমসা—প্রণতি সহকারে; বিধীয়তে—পূজিত।

### অনুবাদ

আমি সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভগবান বাসুদেবকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণচেতনাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা, যাতে বাসুদেব নামে অভিহিত পরমেশ্বর ভগবান আবরণশূন্য হয়ে প্রকাশিত হন।



### তাৎপর্য

জীব তার স্বরূপে শুদ্ধ। অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ । বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আত্মা সর্বদা শুদ্ধ এবং জড়-জাগতিক আসক্তির কলুষ থেকে মুক্ত। অজ্ঞানতার বশে দেহে আত্ম-বুদ্ধি হয়। জীব যখনই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে তার শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই স্থিতিকে বলা হয় শুদ্ধ-সত্ত্ব, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। যেহেতু এই শুদ্ধ-সত্ত্ব স্থিতি সরাসরিভাবে অন্তরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই এই স্তরে জড় চেতনার সমস্ত বৃত্তি শুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, লোহা যখন আগুনে রাখা হয়, তখন আগুনের তাপে লোহাও উত্তপ্ত হয়ে যায়, এবং সেই লোহা যখন লাল হয়ে যায়, তখন তা লোহা হলেও অগ্নির মতো কার্য করে। তেমনই, তামার মাধ্যমে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন তাতে তামার ধর্ম দৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বিদ্যুতের ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। ভগবদ্গীতায়ও (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই তিনি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন—

মাং চ যোঃব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

অতএব এই শ্লোকে বর্ণিত শুদ্ধ-সত্ত্ব হচ্ছে চিন্ময় স্থিতি, যাকে বলা হয় বসুদেব । বসুদেব হচ্ছে সেই ব্যক্তির নাম, যাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুদ্ধ স্থিতিকে বসুদেব বলা হয়, কারণ সেই স্থিতিতে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব আবরণমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হন। তাই অব্যভিচারী ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের সব রকম জড়-জাগতিক লাভের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে।

শুদ্ধ ভক্তিতে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে, অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদিত হয়। তাকে বলা হয় শুদ্ধ-সত্ত্ব বা বসুদেব, কারণ সেই স্তরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভগবৎ-সন্দর্ভে এই বসুদেব বা শুদ্ধ-সত্ত্বের অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, গুরুদেব যে শুদ্ধ-সত্ত্ব বা চিন্ময় বসুদেব স্তরে অধিষ্ঠিত, তা সূচিত করার জন্য গুরুদেবের নামের পূর্বে অষ্টোত্তর-শত (১০৮) যুক্ত করা হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও বসুদেব শব্দটির ব্যবহার হয়। যেমন, বসুদেব মানে হচ্ছে যিনি সর্ব ব্যাপ্ত। সূর্যকেও বসুদেব-শব্দিতম্ বলা হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বসুদেব শব্দটির ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই তা



ব্যবহার করা হোক না কেন, বসুদেব মানে হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত বা অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান। ভগবদ্গীতায়ও (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে—বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি। বাস্তবিক উপলব্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে জানা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। বসুদেব হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব প্রকাশিত হন। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় বা বসুদেব শব্দে অধিষ্ঠিত হন, তখন পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব প্রকাশিত হন। সেই স্থিতিকে কৈবল্যও বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে ‘শুদ্ধ চেতনা’। জ্ঞানং সাত্ত্বিকং কৈবল্যম্। কেউ যখন শুদ্ধ, চিন্ময় জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কৈবল্যে অবস্থিত হন। অতএব বসুদেবের অর্থ হচ্ছে কৈবল্য, সাধারণত নির্বিশেষবাদীরা এই শব্দটির ব্যবহার করেন। নির্বিশেষ কৈবল্য আত্ম-উপলব্ধির চরম স্তর নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় কৈবল্যে যখন কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি সার্থক হন। সেই শুদ্ধ স্থিতিতে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদির দ্বারা কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নির্দেশনায় হয়।

এই শ্লোকে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়াকে অপাবৃতঃ—‘সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ইত্যাদি চিন্ময়, তাই তা জড়া প্রকৃতির অতীত, এবং জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেইগুলির কোনটিই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন নির্মল হয়, তখন সেই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবরণমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায় (হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে), শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবরণমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায়। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, ভক্তের শরীর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে জড়, তা হলে তাঁর জড় চক্ষু কিভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ হতে পারে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, তা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করার মতো। স্বচ্ছ দর্পণে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজের মুখ দর্শন করা যায়। তেমনই চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ভগবদ্গীতায় (৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে—অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন। ভক্তি সহকারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের ফলে, চেতসা নান্য-গামিনা, অথবা ভগবানের কথা শ্রবণ এবং তাঁর মহিমা কীর্তনের ফলে মন যখন শ্রবণ এবং কীর্তনে মগ্ন হয়, তখন আর তাঁর মনকে অন্য কোথাও বিক্ষিপ্ত হতে দেওয়া হয় না, তখন পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রবণ



এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিয়োগ শুরু হয় এবং এই পদ্ধতির দ্বারা হৃদয় ও মন নির্মল হয়, যার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে দর্শন করা যায়।

শিব বলেছেন যে, যেহেতু তাঁর হৃদয় সর্বদা ভগবান বাসুদেবের ভাবনায় পূর্ণ, এবং যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয় ও মনে উপস্থিত রয়েছেন, তাই তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শিব সর্বদাই সমাধিমগ্ন। এই সমাধি ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তা বাসুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ ভগবানের নির্দেশেই তাঁর সমগ্র অন্তরঙ্গা শক্তি কার্য করে। জড়া প্রকৃতিও ভগবানের নির্দেশে কার্য করে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা-শক্তি প্রত্যক্ষরূপে বিশেষভাবে চিৎ-শক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এইভাবে তাঁর চিন্ময় শক্তি তাঁকে প্রকাশ করে। ভগবদ্গীতায় (৪/৬) বর্ণনা করা হয়েছে, সন্তুভামি আত্ম-মায়য়া। আত্ম-মায়য়া মানে হচ্ছে ‘অন্তরঙ্গা শক্তি’। তাঁর ভক্তের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি তাঁর স্বীয় ইচ্ছার বশে, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশিত করেন। ভক্ত কখনও দাবি করেন না, “হে ভগবান, আপনি দয়া করে এখানে আসুন যাতে আমি আপনাকে দর্শন করতে পারি।” ভগবানকে তাঁর কাছে আসার জন্য অথবা তাঁর সম্মুখে নৃত্য করার জন্য আদেশ দেওয়া ভক্তের কার্য নয়। তথাকথিত বহু ভক্ত রয়েছে যারা ভগবানকে আদেশ দেয়, তিনি যেন তাদের সম্মুখে এসে নৃত্য করেন। ভগবান কিন্তু কারও আদেশের অধীন নন, কিন্তু তিনি যখন কারও শুদ্ধ ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশিত করেন। তাই এই শ্লোকে অধোক্ষজ শব্দটির ব্যবহার অর্থবাচক, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হবে। কল্পণাপ্রবণ মনের দ্বারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু কেউ যদি চায়, তা হলে সে তার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ভৌতিক বৃত্তিগুলি দমন করতে পারে, এবং ভগবান তাঁর চিন্ময় শক্তি প্রকাশ করার দ্বারা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা ছাড়া ভক্তের আর অন্য কোন কর্তব্য থাকে না। পরমতত্ত্ব তাঁর ভক্তের কাছে তাঁর রূপ প্রকাশ করেন। তিনি নিরাকার নন। বাসুদেব নিরাকার নন, কারণ এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান যখন নিজেকে প্রকাশিত করেন, তখন ভক্ত তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন। প্রণতি কোন ব্যক্তিকে নিবেদন করা হয়, নিরাকার বা নির্বিশেষ কোন কিছুকে করা হয় না। মায়াবাদীরা ব্যাখ্যা করে যে, বাসুদেব হচ্ছেন নির্বিশেষ, সেই মতবাদ কখনও স্বীকার করা উচিত নয়।



ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে প্রপদ্যতে, অর্থাৎ মানুষ শরণাগত হয়। ব্যক্তির কাছেই শরণাগত হওয়া যায়, নির্বিশেষ অদ্বয়ের কাছে নয়। যখনই শরণাগতি বা প্রণতি নিবেদনের প্রশ্ন হয়, তখন শরণাগত হওয়ার বা প্রণতি নিবেদন করার মতো কোন ব্যক্তি অবশ্যই থাকেন।

### শ্লোক ২৪

তত্তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ

দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে ।

যো বিশ্বসৃগ্য়জ্জগতং বরোরু মা-

মনাগসং দুর্বচসাকরোত্তিরঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—অতএব; তে—তোমার; নিরীক্ষ্যঃ—দেখার; ন—না; পিতা—তোমার পিতা; অপি—যদিও; দেহ-কৃৎ—তোমার দেহদাতা; দক্ষঃ—দক্ষ; মম—আমার; দ্বিট্—বিদ্বেষী; তৎ-অনুব্রতাঃ—তঁার (দক্ষের) অনুগামীগণ; চ—ও; যে—যারা; যঃ—যিনি (দক্ষ); বিশ্ব-সৃক্—বিশ্বসৃকদের; যজ্জ-গতম্—যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে; বর-উরু—হে সতী; মাম্—আমাকে; অনাগসম্—নিরপরাধ; দুর্বচসা—নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা; অকরোৎ তিরঃ—তিরস্কার করেছেন।

### অনুবাদ

তোমার পিতা যদিও তোমার দেহের জন্মদাতা, তবুও যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাই তাঁকে দর্শন করা তোমার উচিত নয়। হে বরাঙ্গনে! মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়ার ফলে, আমার কোন অপরাধ না থাকলেও, নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন।

### তাৎপর্য

স্ত্রীর কাছে পতি এবং পিতা সমানভাবে পূজ্য। পতি যৌবনাবস্থায় স্ত্রীর রক্ষক, কিন্তু পিতা হচ্ছেন তার বাল্যাবস্থার রক্ষক। অতএব তাঁরা উভয়েই পূজনীয়, কিন্তু পিতা দেহের জন্মদাতা হওয়ার ফলে বিশেষভাবে পূজনীয়। শিব সতীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “তোমার পিতা নিঃসন্দেহে তোমার পূজনীয়, এমন কি আমার থেকেও অধিক পূজনীয়, কিন্তু সাবধান থেকো, কারণ যদিও তিনি তোমার দেহদাতা, তবুও তিনি তোমার শরীরটি নিয়েও নিতে পারেন, কারণ তুমি যখন



তোমার পিতাকে দর্শন করতে যাবে, তখন আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের ফলে, তিনি তোমাকে অপমান করতে পারেন। স্বজনকৃত অপমান মৃত্যুর থেকেও নিকৃষ্ট, বিশেষ করে কেউ যখন সুন্দর পরিস্থিতিতে অবস্থিত।”

### শ্লোক ২৫

যদি ব্রজিষ্যস্যাতিহায় মদ্বচো

ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি ।

সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎপরাভবো

যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

যদি—যদি; ব্রজিষ্যসি—তুমি যাও; অতিহায়—উপেক্ষা করে; মৎ-বচঃ—আমার বচন; ভদ্রম্—মঙ্গল; ভবত্যাঃ—তোমার ; ন—না; ততঃ—তখন; ভবিষ্যতি—হবে; সম্ভাবিতস্য—অত্যন্ত সম্মানিত; স্বজনাৎ—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা ; পরাভবঃ—অপমানিত; যদা—যখন; সঃ—সেই অপমান; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; মরণায়—মৃত্যুর; কল্পতে—সমান।

### অনুবাদ

আমার এই উপদেশ সত্ত্বেও যদি তুমি আমার বাণী উপেক্ষা করে সেখানে যাও, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হবে না। তুমি অত্যন্ত সম্মানীয়া, এবং তুমি যদি তোমার স্বজনের দ্বারা অপমানিত হও, তা হলে সেই অপমান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুতুল্য হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ‘শিব এবং সতীর বার্তালাপ’ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য ।